SEMESTER-5
PAPER:CC-11
MODULE-1

মহাকাব্য :

কবিতার আসরে মহাকাব্য তন্ময় কাব্য অর্থাৎ বস্তুনিষ্ঠ। লেখকের অন্তরানুভূতির প্রকাশ অপেক্ষা বস্তুপ্রধান ঘটনা বিন্যাসই এখানে প্রাধান্য পায়। গীতিকাব্যচিত বংশীর ধনী নয়, এ যেন যুদ্ধ-শযার তূর্যনিনাদ।

উদ্ভব :- মহাকাব্য কে ইংরেজিতে বলা হয় "Epic" । এই "Epic" শব্দটির মূল উৎস গ্রীক শব্দ "Epikos" বা "epos" থেকে, যার অর্থ শব্দ বা গান।

সংজ্ঞা :- মহাকাব্যের আখ্যানবস্তু পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক হয়ে থাকে। কোন প্রধান দেবতা ,সদ্বংশজাত যশস্বী ক্ষত্রিয় সম্রাট অথবা চন্দ্র -সূর্য বংশের মতো কোনো উচ্চ রাজবংশ চরিত অবলম্বনে ছন্দে রচিত রচনা মহাকাব্য পদবাচ্য।

অ্যারিস্টটলের মতে, মহাকাব্য আদি মধ্য ও অন্ত সমন্বিত বর্ণনাত্মক কাব্য - এতে বিশিষ্ট কোনও নায়কের জীবন কাহিনী অখন্ড রূপে একই বীরোচিত ছন্দের সাহায্যে কীর্তিত হয়। তিনি বলেন :

"An Epic should be based on a single action,one that is a complete whole in itself,with a begining ,middle and end ,so as to enable the work to produce its own proper pleasure with all the organic unity of a living creature .....As for its metre ,the heroie has been assigned it from experience."

আলংকারিক বিশ্বনাথ কবিরাজ তার "সাহিত্য দর্পণ" গ্রন্থে বলেছেন -- মহাকাব্য হবে সর্গবন্ধে বিভাজিত , নায়ক হবে দেবতা বা সৎকুলজাত, ধীরোদাত্ত গুণসম্পন্ন। রস হবে শৃঙ্গার বীর বা শান্ত এবং ঘটনা কোনও ইতিহাস বা পুরান থেকে সংকলিত হবে।

আবার প্রাচ্য কবি রবীন্দ্রনাথ এর মতে - " কালে কালে একটি সমগ্র জাতি যে কাব্যকে একজন কবির কবিত্বশক্তি আশ্রয় করিয়া রচনা করিয়া তুলিয়াছে, তাহাকেই যথার্থ মহাকাব্য বলা যায়।"

পরিশেষে বলা যায়, পাশ্চাত্য মহাকাব্যের আদর্শ হল নানা সর্গ বা পরিচ্ছেদে বিভক্ত যে কাব্যে কোনো সুমহান বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে এক বা বহু বিরোচিত চরিত্র অথবা অতিলৌকিক চরিত্র সম্পাদিত কোন নিয়তি নির্ধারিত ঘটনা ওজস্বী ছন্দে ব্যবহৃত হলে তাকে মহাকাব্য বলে।

: বৈশিষ্ট্য :

পাশ্চাত্য মতে মহাকাব্য একজন নায়ককে নিয়ে একপ্রকার ছন্দে আদি-মধ্য - অন্তযুক্ত নাটধর্মী বিকৃতিমূলক পূর্ণাঙ্গ কাহিনী।

তবে প্রাচ্যমতে এর যে বৈশিষ্ট্য গুলি লক্ষ্য করা যায়, এবার তার নিম্নে উল্লেখিত হল-

এক)মহাকাব্যের বিষয়বস্তু হবে পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক ।

দুই) নায়ক হবে ধীরোদাত্ত গুণসম্পন্ন উচ্চ বংশজাত বা দেবতা।

তিন) মহাকাব্যের বিস্তার স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল প্রসারী।

চার)এখানে পর্বত ,সমুদ্র, নগর, প্রকৃতি, চন্দ্র, সূর্য , যুদ্ধবিগ্রহ, জন্ম, মৃত্যু ইত্যাদির বর্ণনা থাকবে।

পাঁচ)শৃঙ্গার বীর ও শান্ত রসের একটি হবে প্রধান। তবে অন্য দুটি হবে প্রধান রসের অঙ্গীরস ।

ছয়)মহাকাব্য কমপক্ষে নয়টি এবং সর্বাধিক তিরিশটি স্বর্গে বিভক্ত হবে।

সাত) মহাকাব্যের ভাষা হবে গাম্ভীর্যপূর্ণ।

আট)প্রতি সর্গের পৃথক নামাঙ্কন প্রয়োজন।

: শ্রেণীবিভাগ :

বৈচিত্র অনুযায়ী মহাকাব্যকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় ।যথা -

(ক)জাতীয় মহাকাব্য

(খ) সাহিত্যিক মহাকাব্য

ক) জাতীয় মহাকাব্য:- জাতীয় মহাকাব্য "কবির একলা মনের কথা নয়", তা যুগে যুগে বিভিন্ন অজ্ঞাতনামা লেখক এর হাতে পড়ে অথবা বিভিন্ন লোকের লেখা একত্রে গ্রথিত হয়ে বৃহৎ সম্প্রদায়ের কথা হয়ে উঠেছে। সর্ব দেশে হৃৎপদ্ম সম্ভব এই শ্রেণীর কাব্য যেন "বৃহৎ বনস্পতির মতো দেশের ভূতল জঠর হইতে উদ্ভূত হইয়া সেই দেশকেই আশ্রয় ছায়া দান করিয়াছে"। একেই বলা হয় " Epic of Grouth" বা"Authentic Epic "। যেমন-রামায়ণ,মহাভারত ,ইলিয়াড, ওডিসি প্রভৃতি।

খ সাহিত্যিক মহাকাব্য :- একজন কবির লেখা যে মহাকাব্যে কোন জাতীর সকল মানুষের সাধনা আরাধনা ও সংকল্প কোনো পরম গুণান্বিত নায়কের মধ্যে মূর্ত হয়ে ওঠে এবং জাতির হৃদয়ের দর্পণ রূপে আমাদের সামনে উপস্থাপিত হয়, তখন তাকে সাহিত্যিক মহাকাব্য বা Literary Epic বা Imitative Epic বা Secondary Epic বলে। এই শ্রেণীর মহাকাব্যে পুরাতন কে উপলক্ষ করে কাব্যকার নিজের যুগ সম্পর্কে নতুন ভাবাদর্শের কিম্বা নতুন কোন চেতনার রূপদান করে থাকেন। এই শ্রেণীর মহাকাব্যের মধ্যে ভার্জিলের "ঈনিড" দান্তের "ডিভাইন কমেডি" মিলটনের "প্যারাডাইস লস্ট" কালিদাসের "কুমারসম্ভব" ও "রঘুবংশ" এবং মাইকেল মধুসূদনের "মেঘনাদবধ" প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

: একটি বাংলা মহাকাব্য :

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি সার্থক সাহিত্যিক মহাকাব্য বলে যার কথা সর্বাগ্রে মনে আসে সেটি হল মধুকবির লেখা "মেঘনাদবধ" কাব্য । পৌরাণিক কাহিনী কে অবলম্বন করে মাইকেলের সৃস্ট মেঘনাদবধ প্রকৃতপক্ষে হয়ে উঠেছে নবরামায়ণ । রামের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত বীরবাহুর জন্য শোকে অধীর হয়ে তার জননী চিত্রাঙ্গদা রাবনকেই দায়ী করলে, পুত্র শোকে কাতর রাবণ ভেঙে না পড়ে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হয়েছেন-

"..... যাইবো আপনি,
সাজহে বীরেন্দ্র বৃন্দ, লঙ্কার ভূষণ!
দেখিব কি গুণ ধরে রঘুকুলমনি !
অরাবন অরাম বা হবে ভব আজি!"

রাবণের এই আচরণ নিঃসন্দেহে তাকে মহাকাব্যের নায়ক রূপে উপস্থাপন করে । এবার "মেঘনাদবধ" কাব্যকে সাহিত্যিক মহাকাব্য বলার পেছনে আরো যেসব কারণ রয়েছে তা নিম্নে উল্লেখিত হল-

১/ "মেঘনাদবধ" কাব্য সর্বমোট ৯টি স্বর্গে লেখা এবং এর কাহিনী স্বর্গ- মর্ত্য -পাতালে প্রসারিত ও রাক্ষস চরিত্রের মহিমময় প্রকাশে প্রকৃতই অভিনব।

২/ বাল্মিকী রামচন্দ্রকে নরচন্দ্রমা রূপে উপস্থাপন করেছেন, কৃত্তিবাস তার উপর দেবত্ব আরোপ করেছেন। উভয়ের নিকট রাম রাবণের যুদ্ধ ধর্ম ও অধর্ম , ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে সংগ্রাম । তাই রাবণের প্রতি সহানুভূতি তাদের কল্পনাতীত। কিন্তু মধুসূদনের রচনায় যেন এর ঠিক বিপরীত দিক প্রতিফলিত হয়েছে ।এখানে রাম- লক্ষণ তস্কর এবং রাবণ প্রকৃত বীর যোদ্ধা। যা প্রকৃত অর্থে সাহিত্যিক মহাকাব্যেরই লক্ষণ।

৩/ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে লক্ষণের সঙ্গী বিভীষণকে ইন্দ্রজিতের অগ্নিগর্ভ ধিক্কার এবং বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে মেঘনাদের যে ক্ষোভ রোষ বর্ষিত হয়েছে সেটি যে মহাকাব্যচিত্র মর্যাদা ও ওজস্বিতামন্ডিত তাতে আমাদের কোনো সংশয় থাকে না।

৪/ মহাকাব্যে দেবমাহাত্ম্য পরিলক্ষিত হয় , "মেঘনাদবধ" কাব্যতেও তা বিশেষভাবে লক্ষিত। তবে মাইকেল দেব-দেবীদের যুক্তি দিয়ে সার্থগন্ধে ভরপুর করে তুলে আধুনিক মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন।

৫/ সাহিত্যিক মহাকাব্য একক কবির কীর্তি । এই "মেঘনাদবধ" কাব্য নিঃসন্দেহে মধু কবির নিজস্ব সৃষ্টি।

৬/ ছন্দের ক্ষেত্রেও রয়েছেন নতুনত্বের প্রতিষ্ঠা। অমিত্রাক্ষর ছন্দে মেঘনাদবধ কাব্য প্রকৃতই সাহিত্যিক মহাকাব্য ।

৭/ এই কাব্যে মাইকেলের নিজস্ব চিন্তা ও যুক্তিই বড় হয়ে উঠেছে, যা প্রাচীন মহাকাব্য থেকে বহু দূরবর্তী । আবার অলংকার ও ভাষার প্রয়োগেও মধুসূদন ছিলেন ভাস্করের মতো। গীতিমূর্চ্ছনা ও কারুনের নির্ঝর ধারায় কাব্যটিকে গীতিকাব্যের দিকে টানলেও আধুনিক জীবন বোধের প্রেরণায় "মেঘনাদবধ" প্রকৃতই সাহিত্যিক মহাকাব্য।

পরিশেষে রবীন্দ্রনাথের কথায় বলা যায় - মধুসূদন পয়ার এর বেড়ি ভেঙেছেন এবং রাম রাবণের যুদ্ধের প্রাচীন ধারণাও স্পর্ধাপূর্বক ভেঙেছেন । এই কাব্যে রাম- লক্ষণের চেয়ে রাবণ-ইন্দ্রজিৎ বড় হয়ে উঠেছে। তার এই স্বতঃস্ফূর্ত শক্তির বলে বলিয়ান হবার দরুণ বিদায় কালে কাব্যলক্ষ্মী নিজের অশ্রুসিক্ত মাল্যখানি তার গলায় পড়িয়ে দিয়েছেন ।

একজন কবির কাছে এর থেকে বড় প্রাপ্তি আর কি বা হতে পারে।

সহায়ক গ্রন্থ:

১/ সাহিত্য ও সমালোচনার রূপরীতি - উজ্জ্বল কুমার মজুমদার।
২/কথাসাহিত্যপ্রকরণ - দেবদ্যুতি বন্দ্যোপাধ্যায়।
৩/সাহিত্যের রূপরীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ - কুন্তল চট্টোপাধ্যায়।
৪/সাহিত্য - প্রকরণ -হীরেন চট্টোপাধ্যায়।